চিরকুমার অক্ষয় চক্রবর্ত্তীর ভাবলীলা

শ্রীঅক্ষয় চক্রবর্ত্তী সাধক সুজন।
ব্রহ্মচারী বীর্য্যবান অতীব মহান।।
জ্ঞানে বৃহস্পতি তুল্য ধ্যানেতে বশিষ্ট।
জ্ঞানে গুণে রাঢ়ী বংশে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।।
তারকের সঙ্গ পেয়ে জানে হরিচাঁদে।
জাতিকুল অভিমান ঠেলে বামপদে।।
যজ্ঞ উপবীত ফেলি মালা গলে লয়।
হরি বলে দিবানিশি বক্ষ ভেসে যায়।।
শ্রীহরিচাঁদেরে মানে পূর্ণ অবতার।
মতুয়া হইল, ত্যজে যত বেদাচার।।
ভাবাবেশে 'পুরী', 'পুরী' বলিত অক্ষয়।
এবে শুন যে ভাবেতে 'পুরী', 'পুরী' কয়।।
গঙ্গাচর্ণা গ্রামবাসী শ্রীরাইচরণ।
শ্রীআনন্দমেলা মিলে তাহার ভবন।।
প্রেমাবেশে ভক্তগণ করে সংকীর্ত্তন।
শ্রীতারক মহানন্দ শ্রীরাইচরণ।।
পূর্ণচন্দ্র অধিকারী শ্রীরবিলোচন।
শ্রীনবীন চন্দ্র বসু আর সনাতন।।
হরিশ্চন্দ্র পাল আর কার্ত্তিক মদন।
হরি হরি হরি হরি বলে সর্ব্বজন।।
সকলে ক্রন্দন করে বলে হরি হরি।
শ্রীঅক্ষয় চক্রবর্ত্তী বলে, 'পুরী' 'পুরী'।।
সবে বলে 'পুরী' 'পুরী' বল কি কারণ।
উদ্‌ভ্রান্ত অক্ষয় হ'ল আরক্তলোচন।।
শিবনেত্র কাঁপে গাত্র হেন প্রেমবান।
বক্ষ যেন সূর্য্যসম অতি জ্যোতিষ্মান।।
মুর্চ্ছাগত অক্ষয় পড়িত মহীতলে।
নাহি স্মৃতি ছন্নমতি 'পুরী' 'পুরী' বলে।।
মুর্চ্ছাভঙ্গে সবে বলে ঠাকুরের ঠাঁই।
এক নিবেদন করি শুনহে গোঁসাই।।
সংকীর্ত্তনে সর্ব্বজনে বলে হরি হরি।
আপনি কি কারণে বলেন 'পুরী' 'পুরী'।।
শুনিয়া অক্ষয় পুনঃ ভাসে অশ্রুজলে।
পুনঃ যেন উন্মত্ত হইল 'পুরী' বলে।।
পরিপূর্ণ 'পুরী' হরিচাঁদ দয়াময়।
রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ কেহ তো পূর্ণ নয়।।
জলপূর্ণ কলসী যদি কোথাও রয়।
নাড়াচাড়া কৈলে তাতে শব্দ নাহি হয়।।
অসম্পূর্ণ অর্দ্ধপূর্ণ কলসী নাড়িলে।
কল্ কল্ শব্দ করে অর্দ্ধপূর্ণ জলে।।
পূর্ণ-অবতীর্ণ-পুরী ক্ষীরোদ গোঁসাই।
শেষলীলা পূর্ণখেলা কান্নাকাটি নাই।।
অভাবেতে কান্নাকাটি খেদ হয় মনে।
নিঃশব্দ সম্পূর্ণ তিনি কাঁদিবেন কেনে।।
রাম কাঁদে, কৃষ্ণ কাঁদে, গৌরাঙ্গ কেঁদেছে।
আমাদের 'পূর্ণ পুরী' কোথা কাঁদিয়াছে।।
একমাত্র পূর্ণ অবতীর্ণ মোর হরি।
অপূর্ণ সকলে একা হরি মোর 'পুরী'।।
শ্রীঅক্ষয় চক্রবর্ত্তী নাম রাখে 'পুরী'।
কহি কহে গেল দিন বল হরি হরি।।

—০—